রাজা রামমোহন রায়ের

সঙ্গীতাবলী।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাঘ ১৮১০ শক।

মূল্য ।০ আনা।

রাজা রামমোহন রায়ের

সঙ্গীতাবলী।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত।

মাঘ ১৮১০ শক।

মূল্য ।০ আনা।

সূচী পত্র।

গান		পৃষ্ঠা

ব্রহ্মসঙ্গীত।

প্রাতঃকাল।

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা।

সত্য সূচনা বিনা সকলি বৃথায়।
দারা সুত ধন জন সঙ্গে নাহি যায়।
সে অতীত ত্রৈগুণ্য উপাধি কল্পনা শূন্য, ভাব
তাঁরে হবে ধন্য, সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
মা কুরু ধন জন যৌবন গর্ব্বং,
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।
মায়াময় মিদমখিলং হিত্বা;
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।
নলিনী দলগত জলবত্তরলং,
তদ্বজ্জীবন মতিশয় চপলং।
ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা,
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।

দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ,

শিশির বসন্তৌ পুনরায়াতঃ ।

কালঃক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ।

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ স্তরুণ স্তাবত্তরুণীরক্তঃ ।

বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ,

পরমে ব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ ।

রাগিণী আলাইয়া—তাল অড়াঠেকা ।

একি ভুল মন ।

দেখিবারে চাহ যারে নাদেখে নয়ন ।

আকাশ বিশ্বেরে ঘেরে, যে ব্যাপিল আকাশেরে, আকাশের মাঝে তারে আনা এ—কেমন ।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ যত, যে চালায় অবিরত, তারে দোলাইতে কত, করহ যতন ।

পশু পক্ষী জলচরে, যে আহার দেয় নরে, চাহ সেই পরাৎপরে, করাতে ভোজন ।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা ।

নিরুপমের উপমা সীমাহীনে দিতে সীমা, নাহি হয় সম্ভাবনা ।

অচিন্ত্য উপাধি হীনে, অতিক্রান্ত গুণ তিনে, যত সব অর্ব্বাচীনে কররে কল্পনা।

পদার্থে ইন্দ্রিয় পর, বিভু সর্ব্ব অগোচর, বেদ বিধির অন্তর, মন জান না।

বর্ণেতে বর্ণিতে নারি, বাক্যেতে কহিতে হারি, শ্রবণ মনন তাঁরি, কর সূচনা।

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়া।

সত্য সূচনা বিনা সকলি বৃথায়।

যেমন বদন থাকিতে অদন করা নাসিকায়।

সে অতীত ত্রৈগুণ্য, উপাধি কল্পনা শূন্য, ঘটে পটে যত মান্য, সে কেবল কথায়।

দর্শনেতে অদর্শন, জ্ঞানমাত্র নিদর্শন, প্রপঞ্চ বিধান মন, করহ বিদায়।

ত্যজিয়া বাস্তব বোধ, কর্য়ো জন্য অনুরোধ, মোক্ষপথ হল রোধ, হায় হায় হায়।

রাগিণী আলাইয়া—তাল ঝাঁপতাল।

দ্বিভাব ভাব কি মন এক ভিন্ন তুই নয়।

একের কল্পনা রূপ, সাধকেতে কয়।

হংসরূপে সর্ব্বান্তরে, ব্যাপিল যে চরাচরে, সে বিনা কে আছে ওরে একোন নিশ্চয়।

স্থাবরাদি জঙ্গম, বিধি বিষ্ণু শিব যম, প্রত্যেকেতে যথা ক্রম, যাতে লীন হয়।

কর অভিমান খর্ব্ব, ত্যজ মন দ্বৈত গর্ব্ব, একাত্মা জানিবে সর্ব্ব, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ময়।

রাগিণী টৌড়ি—তাল আড়াঠেকা।

এত ভ্রান্তি কেন মন দেখ আপন অন্তরে।
যার অন্বেষণ কর সে নিবাসে সর্ব্বান্তরে।

সূর্য্যেতে প্রকাশ, তেজ রূপে করে স্থিতি, শশীতে শীতলতা জগতে এই রীতি, তোমাতে যে আত্মা রূপে প্রকাশ সেই ব্যাপ্ত চরাচরে।

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়া।

কোথায় গমন, কর সর্ব্বক্ষণ, সেই নিরঞ্জন অন্বেষণে।

ফলশ্রুতি বাণী হৃদয়েতে মানি প্রফুল্ল আপনি আপন মনে।

সর্ব্বব্যাপী তাঁর আখ্যা, এই সে বেদের ব্যাখ্যা, অন্যথা করিতে চাহ তীর্থ দরশনে।

রাগিণী কুকব—তাল ঝাঁপতাল।

জানত বিষয় মন প্রপঞ্চ সব।

ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্য ভব।

হইয়া আশার দাস, কর নানা অভিলাষ, না কাটিলে কর্ম্ম পাশ, সকলি অশিব।

একেতে করিয়া তঞ্চ, সত্য জান এ প্রপঞ্চ, সেই ভাবে কাল বঞ্চ, এ কি বোধ তব।

না করে সত্যেতে প্রীত, বিষয়েতে বিমোহিত, বুঝিলে না নিজ হিত, আর কত কব।

রাগ ভৈরব—তাল আড়াঠেকা।

এই হল এই হবে এই বাসনায়। দিবা নিশি মুগ্ধ হয়ে দেখিতে না পায়।

মরে লোক প্রতিক্ষণে দেখে তবু নাহি জানে, না মরিব এই মনে, কি আশ্চর্য্য হায়।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরং।

শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্য মতঃ পরং।

রাগিণী ললিত—তাল ঢিমাতেতালা।

অচিন্ত্য রচন বিশ্ব যেই করিল রচনা।
কি ভুলে ভুলিয়া মন বারেক তাঁরে ভাবনা।
জলে স্থলে শূন্যে যিনি, আছেন ব্যাপ্ত আপনি,
যাঁহতে হতেছে এই সংসার কল্পনা।
দেখ জলবিন্দুপরি, যেই শিল্প কর্ম্ম করি, অপূর্ব্ব
রূপ মাধুরি, বিবিধ প্রকার।
করিল সৃজন যেই, জানিবা উপাস্য সেই, কর
ছেদ ভেদাভেদ দারুণ বাসনা।
অনিত্য কামনা বশে, বদ্ধ হয়ে কর্ম্ম ফাঁদে,
বিষয়ের অভিলাষে রহিলে অদ্যাপি।
অজপা হতেছে শেষ, ত্যজ দম্ভ রাগ দ্বেষ,
যাবে ক্লেশ নির্ব্বিশেষ, কর রে সূচনা।

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

বচন অতীত যাহা কয়ে কি বুঝান যায়।
বিশ্ব যার মায়া হয়, তুল্য নাহি শাস্ত্রে কয়,
সাদৃশ্য দিব কোথায়।
যদ্যপি চাহ জানিতে, দৃঢ় ভাব করি চিতে,
চিন্তহ তাঁহায়।

পাইবে যথার্থ জ্ঞান, নাশিবেক মিথ্যাভান,
নাহি কোন অন্য উপায়।

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ, দৃষ্টি-
হীন নাড়ী ক্ষীণ, হিম কলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান, বৈরাগ্য
অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর।

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা।

একদিন যদি হবে অবশ্য মরণ।
তবে এত আশা কেন এত দ্বন্দ্ব কি কারণ।
এই যে মার্জিত দেহ, যাতে এত কর স্নেহ,
ধূলি সার হবে তার মস্তক চরণ।
যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান, রহে যুগ পরিমাণ, কিন্তু
যত্নে দেহ নাশ না হয় বারণ।

অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্ত, দয়া কর জীবে, লও সত্যের শরণ।

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা।

দম্ভভাবে কত রবে হও সাবধান।

কেন এত তমোগুণ, কেন এত অভিমান।

কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পর নিন্দা পর দ্রোহে, মুগ্ধ হয়্যা নিজ দোষ না কর সন্ধান।

রোগেতে কাতর অতি, শোকেতে ব্যাকুল মতি, অথচ অমর বলি মনে মনে ভান।

অতএব নম্র হও, সবিনয় বাক্য কও, অবশ্য মরিবে জানি সত্য কর ধ্যান।

রারিগণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা।

একবার ভ্রমেতেও মনে না ভাবিবে। কি কষ্টে জন্মিয়াছিলে কি দুঃখেতে প্রাণ যাবে।

মাতৃ-গর্ভ-অন্ধকারে, বদ্ধ ছিলে কারাগারে, অন্তে পুনঃ অন্ধকার সংসার দেখিবে।

প্রথমেতে সংজ্ঞা হীন, ছিলে পঙ্গু পরাধীন, সেই সব উপদ্রব শেষেও ঘটিবে।

অতএব সাবধান, যে অবধি থাকে জ্ঞান, পর হিতে মন দিবে, সত্যকে চিন্তিবে।

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা।

গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে। তথাপি বিষয়ে মত্ত, সদা ব্যস্ত উপার্জনে।

গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হল এত, বর্ষ গেলে বর্ষবৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে।

এ সব কথার ছলে, কিম্বা ধনজন বলে, তিলেক নিস্তার নাই কালের দর্শনে।

অতএব নিরন্তর, চিন্ত সত্য পরাৎপর, বিবেক বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে।

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা।

কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে। এ মুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে।

শ্যাম কেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দন্ত যাবে, গলিত কপোল কণ্ঠ, হবে কিছু দিনে।

লোল চর্ম্ম কদাকার, কফ কাশ দুর্নিবার, হস্ত পদ শিরঃ কম্প, ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে।

অতএব ত্যজ গর্ব্ব, অনিত্য জানিবে সর্ব্ব, দয়া জীবে নম্রভাবে, ভাব সত্য নিরঞ্জনে।

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা।

অনিত্য বিষয় কর সর্ব্বদা চিন্তন। ভ্রমেও না ভাব হবে নিশ্চয় মরণ।

বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বাড়িবে তত, ক্ষণে হাস্য ক্ষণে খেদ, তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ।

অশ্রু পড়ে বাসনার, দম্ভ করে হাহাকার, মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ।

অতএব চিন্ত শেষ, ভাব সত্য নির্বিশেষ, মরণ সময়ে বন্ধু, এক মাত্র তিনি হন।

রাগিণী সরফরদা—তাল আড়াঠেকা।

জন্মের সাফল্য কর ওরে আমার মন।
সত্য প্রতি আত্মার্পণ কর এই নিবেদন।

জগৎ অনিত্য দেখে, সত্যেতে নিশ্চয় রেখে, সতত থাক হে সুখে, কেন বিফল ভ্রমণ।

আত্ম পরিচয় জান, ওরে মন কথা শুন, বিশ্ব তাঁর সত্তাধীন, বেদের এই বচন।

তাঁহারে ভাবিলে পরে, সর্ব্ব দুঃখ যাবে দূরে,
শোক মোহ সিন্ধু পারে, নিতান্ত হবে গমন।

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়াঠেকা।

নিরন্তর ভাব তাঁরে, বিশ্বাধার বল যাঁরে।
বিভু পরিপূর্ণ তত্ত্ব ব্যাপ্ত সাক্ষী চরাচরে।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁরে, নাহি পায় ধ্যান ধরে,
স্বপ্রকাশ স্বস্বরূপ বেদে কহে বারে বারে।
বুদ্ধিতে বুঝিতে নারি, বাক্যে না কহিতে পারি, নষণ্ড পুমান্ নারী, কে তাঁরে বলিতে পারে।

রাগিণী বিভাস—তাল আড়।

এ কি ভুলে রয়েছ মন, বিষয় ভোগে অচেতন।
জান না অনিত্য দেহ করেছ ধারণ।
পঞ্চ ভূত জড় ময়, কভু আছে কভু নয়,
সকলি অনিত্য হয় দারা সুত ধন জন।
ভুলনা মায়ায় আর, ত্যজ আশা অহঙ্কার,
ভজ নিত্য নির্ব্বিকার পুনর্জ্জনন-হরণ।

রাগিণী বিভাস—তাল আড়াঠেকা।

তুমি কার, কে তোমার কারে বল হে আপন।
মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন।
রজ্জুতে হয় যেমন, ভ্রমে অহি দরশন।
প্রপঞ্চ জগত মিথ্যা সত্য নিরঞ্জন।
নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে, প্রভাত হইলে দশ দিগেতে গমন।
তেমনি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধু বান্ধব, সময়ে পলাবে তারা, কে করে বারণ।
কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ, কোথা বা রহিবে তব প্রাণ প্রিয়জন।
ধন যৌবন গুমান, কোথা রবে অভিমান, যখন করিবে গ্রাস নিষ্ঠুর শমন।

রাগিণী সরফরদা—তাল আড়াঠেকা।

হে মন কর আত্মানুসন্ধান, শমন ভয় রবেনা রবেনা।
পঙ্কজ দল জল, ইব জীবন চঞ্চল, ধনজন চপলা সমান, রবেনা রবেনা।

নিগু'ণ নিগু'ণ মন জ্ঞানাস্ত্রে কর ছেদন মহা-
মায়া নির্ম্মিত ত্রিগুণ ব্যবধান।

এখনি হইবে সুখী, অন্তরে আত্মারে দেখি,
কথা মান প্রবীণ অজ্ঞান ভুলনা ভুলনা।

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়া।

সংসার সাগরে অতি ক্ষুদ্র দেহ তরি।
অজ্ঞান সলিলে ভাসে দিবস শর্ব্বরী।
দেখ দেখ সাবধান, রিপুর সুখর বান, প্রতি-
ক্ষণে ভয়ানক তরঙ্গ লহরী।
অতএব যুক্তি বলি, বিবেকেরে কর হালী,
তোলো বৈরাগ্যের পালি, বাঁধ শান্তিগুণে।
বুদ্ধি কর কর্ণধার, অনায়াসে হবে পার, নিত্য-
জ্ঞান আত্মতত্ত্ব অবলম্ব করি।

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা।

বিস্তার করিলে রাজা নিজ বাহুবলে।
সংগ্রামে অনেক রিপু সংহার করিলে।
হৃদে অহঙ্কার ভরা, রিপুহীন হলো ধরা, শরীরে
দুর্জ্জয় রিপু তার কি চিন্তিলে।

প্রবল সে রিপু ছয়, তোমারে করিল জয়,
ধিক্ ওরে দম্ভময়, বৃথা অহঙ্কার।

অতএব যুক্তি শুন মনেতে বৈরাগ্য আন আত্ম-
তত্ত্ব সমরে দলহ রিপুদলে।

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালি।

চিত্তক্ষেত্র পবিত্র করিয়া ওরে মনঃ আত্ম
উপাসনা বীজ করহে রোপণ।

প্রযত্ন সেচনী ধরি বিবেক বৈরাগ্য বারি
প্রাণপণে প্রতিক্ষণে কর রে সেচন।

হবে বৃক্ষ মোক্ষময় নিত্যজ্ঞান ফলচয় নিশ্চিত
অমৃত লাভ সে ফল ফলিলে।

যুক্ত এই যুক্তি মতে, সত্বর হও ইহাতে, নিবৃ-
ত্তিয়া গতাগতি নিত্যসুখী হবে মনঃ।

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়াঠেকা।

ভাব সেই পরাৎপরে, অতীন্দ্রিয় সর্ব্বাত্মারে।
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্য মন অগোচরে।

কে বুঝিবে শাস্ত্র মর্ম্ম, অতীত সে ধর্ম্মাধর্ম্ম,
একমেবাদ্বিতীয়ং বেদে কহে বারে বারে।

পাত্রে পাত্রে রাখি অম্বু. দেখ রবি প্রতিবিম্ব,
তেমতি প্রত্যক্ষ আত্মা, সর্ব্বভূত চরাচরে'।
দেখ গাবি নানা বর্ণ, দুগ্ধ সবে এক বর্ণ, সর্ব্ব
জীবে অধিষ্ঠান, এই বোধে ভাব তাঁরে।

রাগিণী ভৈরবী—তল আড়াঠেকা।

ছিল না রবে না দেহ সংযোগ প্রাণেতে।
অবশ্য হইবে লীন স্বস্ব কারণেতে।
মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, আত্মতত্ত্ব পাশরিয়ে, দারা
সুত ধন লয়ে, আছ ভাল সুখেতে।
কি কর বিষয় গর্ব্ব, অবিলম্বে হবে থর্ব্ব,
নাশিবে তোমার সর্ব্ব, কাল নিমেষেতে।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান, বৈরাগ্য
কর বিধান, থাক সত্যাশ্রয়েতে।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

লোকে জিজ্ঞাসিলে বল আছি ভাল প্রাণে
প্রাণে।
কোথায় কুশল তোমার আয়ুর্যাতি দিনে দিনে।

দারা সুত প্রভৃতি, কেহ না হইবে সাথি, জ্ঞান করি অবস্থিতি, তোমার সহায় জীবনে।

যুক্তি বেদ মতে চল, মিথ্যা মায়ায় কেন ভোল, ইন্দ্রিয় আছে সবল ভজ সত্য নিরঞ্জনে।

রাগিণী বিভাস—তাল আড়াঠেকা।

দৃশ্যমান যে পদার্থ সকলি প্রপঞ্চ জাত।

অনাদি অনন্ত সত্যে চিত্ত রাখ অবিরত।

স্থাবর জঙ্গম দ্বয়, তাঁহাতে উৎপন্ন হয়, একাত্মা সর্ব্বাশ্রয়, অতিরিক্ত মিথ্যা ভূত।

মমেতি বাঞ্ছাতে প্রাণী, কর্ত্তা ভোক্তা অভিমানী, অহংসুখী অহং জ্ঞানী জীব মায়ায় মোহিত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

কে তুমি কোথায় ছিলে যাবে কোথা বল।

না জানিয়া আত্মতত্ত্ব অনর্থ কাল গেল।

কারণের কার্য্য তুমি, বট পঞ্চ ভূত গামি, অথচ বলায় আমি, আমার এ সকল।

ফণিমুখে ভেক যেমন, কাল স্থানে আছ তেমন, কেন অভিমান ওমন করিছ বিফল।

রাগিণী বিভাস—তাল আড়াঠেকা।

দিবা বিভাবরি জীব করিছে গমন।
জাগ্রত সুষুপ্তি আদি কি উপবেশন।
বহিতেছে শ্রমশ্বাস, ক্রমে হবে সর্ব্বনাশ,
অদূরেতে কাল বাস কর নিরীক্ষণ।
শুন ওরে ভ্রান্ত মন, কত আর দেখ স্বপন,
কেবা নেত্রে দিয়াঙ্গুলি করাবে চেতন।

সায়ংকাল।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল ধামাল।

শাশ্বতমভয়মশোকমদেহং।
পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং।
চিন্তয় শান্তমতে পরমেশং।
স্বীকুরু তত্ত্ববিদামুপদেশং।
দিনকরশিশিরকরাবতিযাতঃ।
যস্য ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ।
ভবতি যতোজগতোস্য বিকাশঃ।
স্থিতিরপি পুনরিহ তস্য বিনাশঃ।

যদনুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ।
ভবতি পুনর্ন গুহান্যধিরোহঃ।
যেন ভবতি বিষয়ঃ করণানাং।
জগতি পরং শরণং শরণানাং।

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা।

বিগতবিশেষং, জনিতাশেষং,
সচ্চিৎসুখপরিপূর্ণং।
আকৃতিবীতং, ত্রিগুণাতীতং,
স্মর পরমেশং তূর্ণং।
গচ্ছদপাদং, বিগতবিবাদং,
পশ্যতি নেত্রবিহীনং।
শৃণ্বদকর্ণং বিরহিতবর্ণং,
গৃহ্ণদহস্তমপীনং।
বেদৈর্গীতং প্রত্যগতীতং,
পরাৎপরং চৈতন্যং।
অজরমশোকং জগদালোকং,
সর্ব্বৈস্যেকশরণ্যং।

ব্যাপ্যাশেষং স্থিতমবিশেষং
নির্গুণমপরিচ্ছিন্নং।
বিতত বিকাশং জগদাবাসং
সর্ব্বোপাধিবিভিন্নং।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল কারণ, বিভু বিশ্ব-নিকেতন।

বিকার-বিহীন, কাম ক্রোধ হীন, নির্ব্বিশেষ সনাতন।

অনাদি অক্ষর, পূর্ণ পরাৎপর, অন্তরাত্মা অগোচর।

সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বত্র সমান, ব্যাপ্ত সর্ব্ব-চরাচর।

অনন্ত অব্যয়, অশোক অভয়, একমাত্র নিরাময়।

উপমা রহিত, সর্ব্বজন হিত, ধ্রুব সত্য সর্ব্বাশ্রয়।

সর্ব্বজ্ঞ নিষ্কল, বিশুদ্ধ নিশ্চল, পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ।

অপার মহিমা, অচিন্ত্য অসীমা, সর্ব্বসাক্ষী অবিনাশ।

নক্ষত্র তপন, চন্দ্রমা পবন, ভ্রমেন নিয়মে যাঁর।

জলবিন্দুপরি, শিল্প কার্য্য করি, দেন রূপ চমৎকার।

পশু পক্ষী নানা, জন্তু অগণনা, যাঁহার রচনা হয়।

স্থাবর জঙ্গম, যথা যে নিয়ম, সেই রূপে সব রয়।

আহার উদরে, দেন সবাকারে, জীবের জীবন দাতা।

রস রক্ত স্থানে, দুগ্ধ দেন স্তনে, পানহেতু বিশ্বপাতা।

জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, সংসার প্রসঙ্গ, হয় যাঁর নিয়মেতে।

সেই পরাৎপর, তাঁরে নিরন্তর, ভাব মনে বিধি মতে।

রাগিণী ইমণ কল্যাণ—তাল তেওট।

ভাব সেই একে।

জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।

যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার, সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাঁকে।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং।
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ,
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং।

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

নিরঞ্জনের নিরূপণ, কিসে হবে বল মন, সে অতীত ত্রৈগুণ্য।

নষণ্ড পুমান্ শক্তি, সে অগম্য বুদ্ধি যুক্তি, অতিক্রান্ত ভূত পঙ্‌ক্তি, সমাধান শূন্য।

কেহ হস্ত পদ দেয়, কেহ বলে জ্যোতির্ম্ময়, কেহ বা আকাশ কয়, কেহ কহে অন্য।

সে সব কল্পনা মাত্র, বার বার কহে শাস্ত্র, এক সত্য বিনা অত্র, অন্য নহে মান্য।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল ঠুংরি।

মন তোরে কে ভুলালে হায়।
কল্পনারে সত্য করি জান একি দায়।

প্রাণ দান দেহ যাকে, যে তোমার, বশে থাকে, জগতের প্রাণ তাকে কর অভিপ্রায়।

কখন ভূষণ দেহ কখন আহার, ক্ষণেকে স্থাপহ ক্ষণে করহ সংহার।

প্রভু বলি মান যারে, সমুখে নাচাও তারে, এত ভুল এ সংসারে, কে দেখে কোথায়।

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

মন এ কি ভ্রান্তি তোমার।

আবাহন বিসর্জ্জন বল কর কার।

যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাকে, তুমি কেবা আন কাকে, এ কি চমৎকার।

অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান কর্য়ে, ইহ তিষ্ঠ বল তারে, এ কি অবিচার।

এ কি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব, তারে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব যাহার।

রাগিণী দেশ—তাল আড়াঠেকা।

দ্বৈতভাব ভাব কি মন না জেনো কারণ।

একের সত্তায় হয় যে কিছু সৃজন।

পঞ্চদ্রব্য পঞ্চগুণ, বুদ্ধি অহঙ্কার মন, সকলের সে কারণ, জীবের জীবন।

গন্ধগুণ দিয়া ধরায় অপে আস্বাদন, অনিলেতে স্পর্শ আর তেজে দরশন।

শূন্যে শব্দ সমর্পিয়া, বিশ্বের আশ্রয় হইয়া, সর্ব্বান্তরে ব্যাপিয়া, আছে নিরঞ্জন।

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

মনরে ত্যজ অভিমান।

যদি হে নিশ্চিত জান রবেনা এ প্রাণ।

কিবা কর্ম্ম কেবা করে, মন তুমি জাননা রে, ভ্রমিতেছ অহঙ্কারে, না জেনে বিধান।

অভ্যাস করিলে আগে, বিষয় ব্যাপার যোগে, আছ সেই অনুরাগে করো অহং জ্ঞান।

আর কি কর হে মান্য, এক সত্য বিনা অন্য, ত্রিলোক জানিবে জন্য, বেদের প্রমাণ।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল ঝাঁপতাল।

পরমাত্মায় মনরে হও রত।

বেদ বেদান্ত সর্ব্ব শাস্ত্র সম্মত।

বিধি বিষ্ণু বল যাঁরে, কালে শেষ করে তাঁরে,
গুণত্রয় বুঝনা রে, স্মর পরমেশ্বরে ত্রিগুণাতীত।

রাগিণী লুম ঝিঁঝিট—তাল আড়াঠেকা।

চৈতন্য বিহীন জন, নিত্যানন্দ পাবে কেন,
আকাশ পুষ্পের ন্যায় কল্পনায় সদা মন।
কেবা এ মন্ত্রণা দিলে, অনিত্যেতে প্রবর্ত্তিলে,
আত্ম তত্ত্ব মর্ম্ম জান কর্ম্ম মিথ্যা কর জ্ঞান।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

সে কোথায় কার কর অন্বেষণ।
তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র পূজা স্মরণ মনন।
অখণ্ড মণ্ডলাকারে, ব্যাপ্ত যিনি চরাচরে, ক্ষণে
আন ক্ষণে তাঁরে কর বিসর্জ্জন।
কে বুঝিবে তাঁর মর্ম্ম, ইন্দ্রিয়ের নহে কর্ম্ম,
গুণাতীত পরব্রহ্ম, সকল কারণ।
জ্ঞানে যত্ন নাহি হয়, পঞ্চে করি নিশ্চয়, সে
পঞ্চ প্রপঞ্চময় না জান কি মন।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

অজ্ঞানে জ্ঞান হারায়ে কর একি অনুষ্ঠান।
পরাৎপর করি পর অপরে পরম জ্ঞান।
জল ভ্রমে মরীচিকা আশা মাত্র সার, অলভ্য বাণিজ্য তাহে না দেখি সুসার, অবিবেকে ত্যজি তত্ত্ব অতত্ত্বে যথার্থ ভান।

রাগিণী সাহানা—তাল যৎ।

আমি হই আমি করি ত্যজ এই অভিমান।
উচিত হয় এই করিতে আপনারে যন্ত্র জ্ঞান।
ইন্দ্রিয়গণেতে রাজা তুমি বট মন।
তোমার নিয়োগে হয় ক্রিয়া সমাপন।
তোমারে নিয়োজিত যে করে তারত না পাও সন্ধান।

রাগ গৌড়মল্লার—তাল কাওয়ালি।

কেন সৃজন লয় কারণে ভজ না।
হবে না হবে না জনন মরণ যাতনা।
দেখ দেখ সাবধান, ধন জন অভিমান, কূপেতে পতিত হয়ে মজো না।

অজপা হতেছে শেষ, বাড়িল আশা অশেষ,
নির্গুণ বিশেষ বোঝনা।

রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল আড়াঠেকা।

কেমনে হবে পার, সংসার পারাবার, বিনা
জ্ঞান তরণী বিবেক কর্ণধার।

শুন রে মম মানস, স্বীয় কলুষ কলশ, কর্ম্মগুণে
সদা বাঁধা কণ্ঠেতে তোমার।

ঘোরতর মায়াতম, আশা পবন বিষম, প্রবৃত্তি
তরঙ্গ রঙ্গে উঠে বারে বার।

নানাভিমানের ধারা, বহে খরতর তারা,
কাম ক্রোধ লোভ জলচর দুর্নিবার।

মমতা বর্ত্ত বিশাল, তাহে ভাসে মোহব্যাল,
মাৎসর্য্য পাথার জান নাহি পারাবার।

কাল ধীবর করাল, পেতেছে ব্যাধির জাল,
ধরে লবে প্রাণ মীন নাহিক নিস্তার।

রাগিণী কালাংড়া—তাল আড়াঠেকা।

মন যাঁরে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে।

সে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয় বিষয় নয়, যাহার বর্ণনে রয়, শ্রুতি স্তব্ধ ভাবে।

ইচ্ছা মাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছা-মতে রাখে ইচ্ছামতে করে নাশ, সেই সত্য এই মাত্র নিতান্ত জানিবে।

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

আরে মম চিত, এত অনুচিত, নিজ হিতাহিত, বোঝ না।

বিষয় আসব, পান সমুদ্ভব, প্রমোদ নহে সে যাতনা।

ধন জন সর্ব্ব, যৌবনের গর্ব্ব, ক্ষণে হবে খর্ব্ব, জান না।

আমি বল যাঁরে, না চেন তাঁহারে, মিছা অভি-মান কর না।

রাগ মালকোষ—তাল আড়াঠেকা।

কে করিবে তাঁহার অপার মহিমা বর্ণন।

করিতে যাঁহার স্তুতি, অবসন্ন হয় শ্রুতি, স্মৃতি দর্শন।

নিবাধার বিশ্বাধার, নির্ব্বিশেষ নির্ব্বিকার,
চিদাভাস অবিনাশ বুদ্ধিগম্য নন।।

শুন শান্তচিত্ত জন, সেতো জীবের জীবন,
মনের সে মন।

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

বিনাশ অজ্ঞান রিপু প্রবোধ আমার।
জ্ঞানোদয়ে সুখোদয় হইবে অপার।
দেহ রথে করি স্থিতি, জীবাত্মা তাহাতে রথী,
লক্ষ কর বাদি প্রতি, ভয় কি তোমার।
অশ্ব দশেন্দ্রিয় তাতে, মনোরাশ রজ্জু হাতে,
নিবার বিষয় পথে, আশা অনিবাব।
বস্তু বিচারণ বাণ, কর সদা সুসন্ধান, ইথে না
পাইবে ত্রাণ, রিপু কুল আর।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল একতালা।

স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে।
বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে।
বিষয়ের দুঃখ নানা, বিষয়ীর উপাসনা, ত্যজ
মন এ যন্ত্রণা, সত্য ভাব মনে।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

শুন্‌তো ভ্রান্ত অশান্ত মন দিনতো মিছা গেল বয়্যা।

ইন্দ্রিয় দশ, হতেছে অবশ, ক্রমেতে নিশ্বাস, যায় ফুরায়্যা।

একি অনুচিত, সত্যে নাই প্রীত, বিষয়ে মোহিত, রয়্যাছ হয়্যা।

সেই পরাৎপর, ব্যাপ্ত চরাচর, অন্তরে অন্তর আছ ভাবিয়্যা।

সৃজন পালন, করেন নিধন, তিনি সে কারণ, দেখ ভাবিয়্যা।

শ্রবণ মনন, কর সর্ব্বক্ষণ, সত্য পরায়ণ, থাক রে হয়্যা।

রাগ মালকোষ—তাল আড়াঠেকা।

অহে পথিক শুন, কোথায় কর গমন, নিবাসে নিরাশ হয়ে প্রবাসে কেন ভ্রমণ।

যে দেখ ইন্দ্রিয় গ্রাম, এ নহে স্বকীয় গ্রাম, আত্ম তত্ত্ব নিজ ধাম, কর তার অন্বেষণ।

পঞ্চ ভূতময় দেশে, ষড়্ ভূতের উপদেশে, ভ্রম কেন অনুদ্দেশে, দেশে দ্বেষ কি কারণ।

রাগ গৌড়মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

সঙ্গের সঙ্গীরে মন, কোথায় কর অন্বেষণ, অন্তরে না দেখে তাঁরে কেন অন্তরে ভ্রমণ।

যে বিভু করে যোজন, কর্ম্মেতে ইন্দ্রিয়গণ, মাজিয়া মন দর্পণ, তাঁরে কর দর্শন।

রাগ বেহাগ—তাল একতালা।

দেখ মন, এ কেমন, আপন অজ্ঞান।

আমি যারে বল তার না পাও সন্ধান।

সকল শরীর ব্যাপি যে আছে তোমার, অথচ না জান তারে কেমন প্রকার, অতএব ত্যজ জ্ঞান এই অভিমান।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

ভবে ভ্রান্ত হয়ে জীব, না জানিলে নিজ শিব, ভ্রম পথে ভ্রম অকারণ।

দেহ রথ আত্মা রথী, বুদ্ধি কর সারথি, ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব রাশ রজ্জু মন।

বিষয়ে বিরত হয়ে, মোক্ষ পথ আশ্রিয়ে, আশা
জিনি স্বরূপেতে কর অবস্থান।

রাগ গৌড়মল্লার—তাল ধামাল।

স্মর পরমেশ্বরে মন আমার।
আর কি কর চিন্তা ভবে সেই মাত্র সার।
সঙ্গ করি তত্ত্বজ্ঞানী, আছে মাত্র এই জানি,
বিশ্বব্যাপী তাঁরে মানি, ত্যজ আশা অহঙ্কার।

রাগিণী সাহানা—তাল ধামাল।

ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়।
যাঁহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়।
জড় মাত্র ছিলে জ্ঞান যে দিল তোমায়,
সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়,
কিন্তু তুমি ভুল তাঁরে এত ভাল নয়।

রাগিণী শঙ্করা—তাল আড়াঠেকা।

ভুলনা ভুলনা মন নিত্যং সদসদাত্মকে।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে অবলম্ব করি যাঁকে।

অখণ্ড মণ্ডলাকার, যিনি ব্যাপ্ত চরাচর, সে পদার্থ সারাৎসার, নিরন্তর ভাব তাঁকে।

ইন্দ্রিয় শাসন করি, অহঙ্কার পরি হরি, জ্ঞান অসি করে ধরি, ছেদ কর মমতাকে।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল আড়াঠেকা।

মানিলাম হও তুমি পরম সুন্দর।

গৃহ পূর্ণ ধনে আর সর্ব্ব গুণে গুণাকর।

রাখ রাজ্য সুবিস্তার, নানাবিধ পরিবার, অশ্ব রথ গজ দ্বারে অতি শোভাকর।

কিন্তু দেখ মনে ভেবে, কেহ সঙ্গে নাহি যাবে, অবশ্য ত্যজিতে হবে, কিছু দিনান্তর।

অতএব বলি শুন, ত্যজ দম্ভ তমোগুণ, মনেতে বৈরাগ্য আন, হৃদে সত্য পরাৎপর।

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।

ভজ অকাল নির্ভয়ে।

পবন তপন শশী ভ্রমে যাঁর ভয়ে।

সর্ব্বকাল বিদ্যমান, সর্ব্বভূতে যে সমান, সেই সত্য তাঁরে নিত্য ভাবিবে হৃদয়ে।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

ক্ষণমিহ চিন্তা কর সৎস্বরূপ নিরঞ্জন।
ত্যজ মন দেহ গর্ব্ব খর্ব্ব হবে রিপুগণ।
সম্মুখে বিষয় জাল, পশ্চাতে নিষাদ কাল,
গেলকাল অন্ত কাল, ভাব রে এখন।
যাঁহতে উৎপত্তি স্থিতি, তাঁহাতে নাহিক মতি,
এ তোর কেমন রীতি, ওরে দম্ভময় মন।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

তাঁরে দূর জানি ভ্রম সংসার সঙ্কটে।
আছে বিভু তোমা হতে তোমার নিকটে।
তুমি কেন নিরন্তর, থাক তাঁ হতে অন্তর, ভাব
সেই পরাৎপর, নিত্য অকপটে।
অতএব জ্ঞান রত্ন, অহরহ কর যত্ন, জ্ঞান বিনা
জন্ম বৃথা, দেখ সত্য বটে।

রাগিণী কেদারা—তাল কাওয়ালি।

এ দুর্গতি গতাগতি নিবৃত্তি না হবে।
যাবৎ কর্ম্মের ফলে প্রবৃত্তি রহিবে।

দেখিতে সুরঙ্গ ফল, কিন্তু মিশ্রিত গরল, কি ফল সে ফলে বল, যাতে হলাহল পাবে।

কেন ভোগে মুগ্ধ হও, আমি আমি সদা কও, আশার বশেতে রও বৃথা প্রাণ যাবে।

অতএব সাবধান, তাজি ভ্রমাত্মক জ্ঞান, ভজ সত্য সনাতন, অমৃত পাইবে।

রাগিণী কেদারা—তাল কাওয়ালি।

অহঙ্কার পরিহরি চিন্ত ওরে অহরহঃ।

ক্রিয়াহীনমনাকারং নির্গুণং সর্ব্বগং মহঃ।

গুণাতীত নিরাশ্রয়, ব্যাপ্ত বিভু বিশ্বময়, সর্ব্ব সাক্ষী সর্ব্বাশ্রয়, তাঁহার শরণ লহ।

জগৎ প্রত্যক্ষ হয়, দেখ যাহার সত্তায়, সর্ব্বত্র অথচ ইন্দ্রিয় গোচর নয়।

দর্শনের অদর্শন, সেই নিত্য নিরঞ্জন, শ্রবণ মনন মন তাঁহার করহ।

রাগিণী দেশ—তাল কাওয়ালি।

মন অশান্ত ভ্রান্ত নিতান্ত দিন যায় রে।

আত্মার শ্রবণ মনন না হইল হায় রে।

অহং জ্ঞানে আছ হত, ইন্দ্রিয় বিষয়ে রত,
মিথ্যায় প্রতীত সত্য, করহ মায়ায় রে।

স্বপ্ন প্রায় জান জীবন, তবু আছ অচেতন,
সম্বন্ধ নাহিক কোন, প্রাণ কায়ায় রে।

আত্মতত্ত্ব না জানিয়ে, পরমাত্মা না ভাবিয়ে,
নির্ব্বোধ প্রবীণ হয়ে, ফল কি বাঁচায় রে।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঢিমাতেতালা।

কেন ভোল মনে কর তাঁরে।
যে বিভু সৃজন পালন সংহারে।
সর্ব্বত্র আছে গমন, অথচ নাহিক চরণ, কর নাহি করে গ্রহণ, নয়ন বিনা সকল হেরে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর, দ্বিতীয় নাহিক আর, নির্ব্বিকার বিশ্বাধার, নিয়ন্তা বল যাঁরে।

রাগিণী দেশ—তাল তেওট।

অন্ত হীনে ভ্রান্ত মন কেন দেও উপাধি।
জলচর খেচর ব্যাপ্ত ভূচর অবধি।
কাম ক্রোধ নাহি যাঁর, নির্দ্বন্দ্ব নির্ব্বিকার, না দিবে উপমা তার এই সত্য বিধি।

তিনি যে গুনাতীত, অখণ্ড অপরিমিত, শব্দা-
তীত স্পর্শাতীত, বেদে বলে নিরবধি।

মনে যারে না যায় পাওয়া, বাক্যেতে না হয়
কওয়া, সন্তরণে পার হওয়া, হয় কি জলধি।

রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল আড়াঠেকা।

সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যজিয়া একের লও শরণ।
নাশিবে কলুষ রাশি নিরর্থক শোক কেন।
স্বচ্ছন্দ আসনে বসি, ভাব সেই অবিনাশী,
জলেতে যাদৃশ শশী, সর্ব্বভূতে নিরঞ্জন।
বশীভূত কর মায়া, সর্ব্বজীবে রাখ দয়া, পুনশ্চ
না হবে কায়া, আনন্দেতে হবে লীন।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

বিষয় মৃগতৃষ্ণায় ক্রমে আয়ু হয় ক্ষীণ।
আমি কৃতী আমি ধনী এই দর্পে যায় দিন।
হয়ে আশা বশীভূত, কুসঙ্গে কুপথে রত, সতত
আত্ম বিস্মৃত হারাইয়া তত্ত্বধন।
ক্ষুধাদি চতুষ্টয়, কামাদি রিপু ছয়, বলেতে
হরিয়া লয়, পরম পদার্থ মন।

যারে বল পরমার্থ, না ভাবিলে সে পদার্থ,
সংসার সকলি ব্যর্থ, সার সত্যের সাধন।

রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল আড়াঠেকা।

এ দিন তো রবে না। জীবন জীবন বিম্ব
জানিয়া কি জান না।
ক্ষণ মাত্র পরিচয় কা কস্য পরিবেদনা।
মেঘের সম্বন্ধ যেমন, বায়ু সহকারে মিলন,
বিচ্ছেদ হইবে পুন, অনিল করে চালনা।
দারা সুত বন্ধু জন, হয় একত্র মিলন, বিশ্লেষ
হলে তখন, কোথায় যাবে বলনা।
মায়ার্ণব উত্তরিয়ে, কামাদিকে বিনাশিয়ে,
শান্তি ধৈর্য্য যুক্ত হয়ে, কর আত্মার সাধনা।

রাগিণী দেশ—তাল আড়াঠেকা।

বিষয় বিষ পানাসক্তে ত্যজিল জীবন।
প্রত্যেকেতে পঞ্চ জীবের শুন বিবরণ।
রূপেতে মরে পতঙ্গ, রসে মীন গন্ধে ভৃঙ্গ,
স্পর্শে হত মাতঙ্গ, শব্দে কুরঙ্গ নিধন।

বিষয়েতে রত, যে জীব অবিরত, বিনষ্ট ঝটিত, পতঙ্গাদি নিদর্শন।

অতএব সাবধান, ত্যজ বিষয় রস পান বৈরাগ্যেতে কর যত্ন হৃদে ভাব নিরঞ্জন।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

মন তুমি সদা কর তাঁহার সাধনা।

নির্গুণ গুণাশ্রয় বর্জিত কল্পনা।

যে ব্যাপিল সর্ব্বত্র, তবু মন বুদ্ধি নেত্র, নাহি পায় কি বিচিত্র, কেমন জান না।

জানিতে তাঁর পরিশ্রম, করিছ সে বৃথা শ্রম, সে সব বুদ্ধির ভ্রম, দুঃসাধ্য সূচনা।

বিচিত্র বিশ্বনির্ম্মাণ, কার্য্য দেখ কর্ত্তা মান, আছে মাত্র এই জ্ঞান, অতীত ভাবনা।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

কোন ক্ষণে যাবে তনু নাহি তার নিরূপণ।

তথাপি বুঝে না জীব চিরস্থায়ী মনে ভান।

ধনমদে অন্ধ হয়ে, নিজ পরিবার লয়ে, না দেখে কালেরে চায়ে, মোহরস করে পান।

ক্ষণভঙ্গ এ জীবন, ওরে মন এ কেমন, দেখে জনন মরণ, তবু নহে সচেতন।

মনুষ্য জন্ম ধরে, উচিত বৈরাগ্য করে, মায়া কাটি জ্ঞান অস্ত্রে ভাব জীবের জীবন।

রাগিণী সুরট—তাল আড়াঠেকা।

তাঁরে কর হে স্মরণ, এক অনাদি নিধন,

আপনি জগত ব্যাপ্ত জগত কারণ।

নির্ব্বিকার নিরাময়, নির্ব্বিশেষ নিরাশ্রয়, বিভু অতীন্দ্রিয় হয়, সকল কারণ।

যাহার ভয়ে তপন, নিয়মে করে ভ্রমণ, সভয়ে যাহার ভয়ে বহিছে পবন।

দেখ হে যাহার ভয়ে, নক্ষত্র প্রকাশ হয়ে, যার ভয়ে ফলে তরু বন্ধু অকারণ।

সৃজন পালন লয়, ইচ্ছায় যাহার হয়, স্বরূপ না জানে দেব ঋষি মুনিগণ।

অভ্রান্ত বেদান্ত শান্ত, কহে না পাইয়া অন্ত, এ নহে এ নহে হয় এই নিরূপণ।

রাগিণী কেদারা—তাল কাওয়ালি।

নিরঞ্জন নিরাময় করহ স্মরণ।
কি জানি প্রাণবিহঙ্গ পলাবে কখন।
আরে অভাজন সুখে; কুপিত ফণি সম্মুখে করেছ শয়ন।
সুখ মানিতেছ যারে সে সব যন্ত্রণা।
সুধা ভ্রমে বিষ পান করো না করো না।
মত্ত করি তুল্য মনে, ধৈর্য্য আদি সত্ত্ব গুণে, কর হে বন্ধন।
কৌমারে খেলাতে কাল করিলে যাপন।
কামরসে রসোল্লাসে তুষিলে যৌবন।
জরাতে দুঃখ বিপুল, আধি ব্যাধি সমাকুল, কোথা সত্যে মন।

রাগিণী কেদারা—তাল কাওয়ালি।

অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা।
অনিত্য যে দেহ মন জেনে কি জান না।
শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার তিথি মাস রবে, কিন্তু তুমি কোথা যাবে, একবার ভাবিলে না।

একারণে বলি শুন, ত্যজ রজস্তম গুণ, ভাব সেই নিরঞ্জন, এ বিপত্তি রবে না।

রাগিণী সাহানা—তাল আড়াঠেকা।

বিষয় আসক্ত মন দিবা নিশি আছো।
লোকে মান্য হবো বলে কি কষ্ট পেতেছো।
ধন জন দারা সুত, যাহাতে মমতা এত, শেষে না বহিবে সে তো, তাহা কি ভুলেছো।
অতএব আত্ম জ্ঞান, কর তার সুসন্ধান, পরম পদার্থ জ্ঞান, মিছে কেন মজিতেছো।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

ভাব মন আপন অন্তরে তারে যে জগত পালন করে।
সর্ব্বশাস্ত্রে এই কয়, শুদ্ধচিত্ত যার হয়, অজ্ঞান তিমির তার যায় অতি দূরে।
অন্য অভিলাষ আর, নাহি হয় পুনর্ব্বার, আত্মানাত্ম বিচার যে এক বার করে।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

ভজ মন তাঁরে, যে তারে ওরে ভব পারাবারে।
পড়িয়া মায়ায়, বৃথা কাল যায়, মজালে তোমায়, রিপু পরিবারে।
ইন্দ্রিয় হতেছে ক্ষীণ, ক্রমে ফুরাইছে দিন, ওরে মন অর্ব্বাচীন, শেষে কবে কারে।
এখন উপায় শুন, চিন্ত সত্য নিরঞ্জন। কর শ্রবণ মনন, সাধ্য অনুসারে।

রাগিণী দেশ—তাল তেওট।

নিজ গ্রামে পর গৃহে চোর প্রবেশিলে মন।
লোকে শুনে স্বভবনে সদা ভয়ে ভীত হন।
নবদ্বার দেহ পরে, কালরূপী তস্করে, প্রতি দিন আয়ু হরে, নাহি অন্বেষণ।
মোহ-রাত্রিতমো-ঘন, মায়া-নিদ্রা অচেতন, প্রহরী নাহিক কোন, কে করে বারণ।
শুন মন অতঃপরে, জ্ঞান অসি করে ধরে, জাগিয়া কৃতান্ত চোরে, কর নিবারণ।

রাগিণী পরজ—তাল আড়াঠেকা।

ইন্দ্রিয় বিষয় দানে নহে ইন্দ্রিয় দমন।
ঘৃতাহুতি দিলে বহ্নি না হয় বারণ।
বুদ্ধিহীন করে মানে, রাখ ইন্দ্রিয় শাসনে, জীব ব্রহ্ম এক জ্ঞানে, থাক যোগ পরায়ণ।
উপভোগে সঁপে বিরাগ ব্রহ্মে রাখ অনুরাগ, তবে তো হইবে ত্যাগ, ভেদ দৃষ্টি মিথ্যা জ্ঞান।
এক ব্রহ্ম অদ্বিতীয় বিশ্বাস কর নিশ্চয়, নাশিবেক সর্ব্ব ভয়, আত্মায় কর প্রাণার্পণ।

রাগিণী ইমণকল্যাণ—তাল আড়াঠেকা।

চপল চঞ্চল আয়ু যায় প্রতিক্ষণ।
পত্রাগ্রভাগে যেমন জলের গমন।
বিষয়ের সুখোদয়, সকলি অনিত্যময়, যেমন বিবিধ রচনায় দেখ সুস্বপন।
ইহা দেখে মন আমার ত্যজ আশা অহঙ্কার সদা কর সুবিচার মন ইন্দ্রিয় দমন।
বিবেক বৈরাগ্যদ্বয় আত্ম জ্ঞানের সহায় তায় চিদানন্দ ময় সকল কারণ।

রাগিণী ইমণকল্যাণ—তাল আড়াঠেকা।

আত্ম উপাসনা বিনা কিছু নাহি মন।
আত্মাতে আত্মাতা করা ব্রহ্মের সাধন।
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপে বিভু আছেন আত্মরূপে
ডুবো নাহি মায়াকূপে না জানে কারণ।
দেখ সত্যের সত্তা বই, তুমি আমি কেহ নই,
কৃপা করি আমার এই শুন নিবেদন।
যতো হলো বলা কওয়া ভস্মেতে আহুতি
দেওয়া উচিত আত্মময় হওয়া এই প্রয়োজন।

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

আমি ভাবি সদা ভাবি পরমাত্মা পরমেশ্বর।
মন প্রতিকূল হয়ে ভাবিতে না দেয় পরাৎপর।
পঞ্চ বিষয় গরল ইন্দ্রিয় তাতে ব্যাকুল মন
তার অনুকূল কুপথগামী নিরন্তর।
চঞ্চল স্বভাব তার লয়ে রিপু পরিবার সে
নিয়োগ সবাকার করিছে বিষয় ব্যাপার।
শুন মন দুরাচার কি ভাব বিষয় আর অনিত্য-
ময় এ সংসার নিত্য অবিনাশী স্মর।

রাগিণী কেদারা—তাল একতালা।

শুন ওরে মন, বলি তোরে শুন, সত্যেরি সূচনা যথার্থ।

ভুলে আত্ম তত্ত্ব, গেলো পরমার্থ, কাম অর্থ ব্যর্থ নিরর্থ। কর্ম্ম জন্য ফল, মিশ্রিত গরল, নহে কোন ফল এফলে। ভাবিলে নিস্ফল, হইবে সকল আত্মজ্ঞান হেন পদার্থ।

রাগিণী সাহানা—তাল আড়াঠেকা।

কোথা হতে এলে কোথা যাইবে কোথারে।

কে তুমি তোমার কে বা চিন্তিলে না একবারে।

নিদ্রাবশে দেখ যেমন বিবিধ স্বপন প্রপঞ্চ জগত তেমন ভ্রমে সত্য দরশন। অতএব দেখ বুঝে যিনি সত্য ভজ তাঁরে।

রাগিণী কানেড়া—তাল তেওট।

আমি আমি বল কারে, পড়ে মোহ অন্ধকারে, আপনারে আপনি না কর সন্ধান।

অতএব বলি শুন, হও সাবধান আত্মজ্ঞানে
অবলম্বে বিনাশ ভ্রমাত্মজ্ঞান।
এই সে জানিবে নিত্য চিন্তা কর আপনারে।

রাগিণী পরজ—আড়াঠেকা।

বিচিত্র করিতে গৃহ যত্ন কর মনে মনে।
কিন্তু গৃহ-মূল ক্ষয় হইতেছে দিনে দিনে।
অজপা ছিমের প্রায়ঃ কৃতান্ত তপন তায়, তীক্ষ্ণ করে করে নাশ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
ক্রমেতে হইলো শেষ, এখন বুঝ বিশেষ, ত্যজ দ্বেষ যাবে ক্লেশ ভজ নিরঞ্জনে।

রাগিণী দেশ—তাল আড়াঠেকা।

তাঁরে ভাবো ওরে মনঃ যে মনের মনঃ।
নয়নের নয়ন যিনি জীবের জীবন।
ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কিন্তু ব্যাপ্ত চরাচর, সকলি অনিত্য নিত্য একমাত্র তিনি হন।
জীব জন্তু অগণনা, পতঙ্গ বিহঙ্গ নানা, অচিন্ত্য রচনা বিশ্ব যাঁহার রচনা। যিনি সর্ব্ব মূলাধার

ভ্রমএে নিয়মে যাঁর, সর্ব্বদা পবন শশী নক্ষত্র তপন।

ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল, ভাবিয়ে না পায় স্থল, অভ্রান্ত বেদান্ত অন্ত, না জানে তাঁহায়। মীমাংসা সংশয়াপন্ন, হয়ে করে তন্ন তন্ন, বাক্য মনোতীত তিনি সকল কারণ।

রাগিণী আড়না—তাল আড়াঠেকা।

বৃথায় বিষয়ে ভ্রম সুখেরি আশায়।
রচিয়ে কুপিত ফণি ফণার ছায়ায়।
কর দম্ভ মনে গণি, আছ নানা ধনে ধনী.
কিন্তু ক্ষণে কাল ফণী দংশিবে তোমায়।

দুঃখ যেন দুর্দ্দিন, সুখ খদ্যোতিকা হেন, মন রে নিশ্চয় জান, সংসার কান্তারে। অতএব বলি সার ত্যজ দম্ভ অহঙ্কার, ভজ সেই নির্ব্বিকার হইবে উপায়।

যদি না মানে বারণ, প্রমত্ত বারণ মন, জ্ঞানাঙ্কুশ করে ধরি কর নিবারণ। মনেতে বৈরাগ্য আন, ঘুচিবে দুঃখ দুর্দ্দিন, নিত্য সুখী হবে মন, রিপু করি জয়।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল আড়াঠেকা।

আত্ম উপাসনায় রে মন কর হে যতন।
সংসার জলধি পারে নিতান্ত হবে গমন॥
বিষয়ে বৈরাগ্য কর, মিথ্যা জান এ সংসার,
শ্রবণ মনন তাঁর কর পুনঃ পুনঃ।
সিংহ দৃষ্টে গজ যেমন, ভয়ে করে পলায়ন,
সাধনার গুণে তেমন পাপরিপু হবে দমন।
ব্রহ্মে অনুরাগ যার, কাল ভয়ে কি ভয় তার,
দেহ পরিগ্রহ আর না হবে কখন।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

দেহ রূপে এক বৃক্ষে নিরন্তর দুই পক্ষী করে কাল যাপন।
ঔপাধিক ভেদ মাত্র স্বরূপত অভেদ হন।
দৈহিক বৃক্ষের ফল যত, জীব কর্ত্তা ভোক্তা অবিরত, পরমাত্মা ভোগ রহিত, সর্ব্ব সাক্ষী সর্ব্ব কারণ।
জলাদি সংসর্গ গুণে, দৌর্গন্ধ হয় চন্দনে,
তেমতি প্রকৃতির গুণ আত্মায় আরোপণ।

ঘর্ষণ করিলে পরে, ক্লেদাদি যাইবে দূরে, প্রকাশিবে বাহ্যান্তরে, এক যথার্থ চন্দন।

তেমতি জানিবে মন, অবিদ্যা নাশিবে যখন, স্বপ্রকাশ চিদাভাস উদিত হইবে তখন।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

কর সে আত্ম তত্ত্ব কাল আসিতেছে।

নিরাধার বিভু সর্ব্বাধার হইয়াছে।

ন নীল ন পীত ন রক্ত, সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত, মহাশূন্য স্বরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়াছে।

অনল জল তপন, এ তিনের তিন গুণ, আকাশেতে শব্দরূপে সুধা শশধরে। আদি অন্ত মধ্য শূন্য, বিশ্বরূপ বিশ্ব ভিন্ন, বিশ্ব সাক্ষীরূপে বিশ্বেরে দেখিতেছে।

মন বাক্য অগোচর, পরম ব্যোমের পর, জন্মাদ্যস্ত যত বলি বেদে কহে যাঁরে। পাবন সর্ব্ব কারণ, তত্ত্বাতীত নিরঞ্জন, স্বপ্রকাশ স্বরূপ সর্ব্বদা ভাসিতেছে।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি।

তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি।

দেশ ভেদে কাল ভেদে রচনা অসীমা, প্রতি-ক্ষণ সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা, তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী।

রাগিণী ইমন—তাল আড়াঠেকা।

ভুলনা বিবাদ কাল, পাতিয়াছে কর্ম্মজাল, সাবধান রে আমার মানস বিহঙ্গ।

দেখ নানাবিধ ফল, ও যে কর্ম্মতরু ফল, গরলময় কেবল, দেখিতে সুরঙ্গ।

ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছে মনঃ, নিত্য সুখ জ্ঞানারণ্যে করহ কণহ গমন। সুন্দর তরু নির্ভয়, অমৃতাক্ত ফলচয় পাইবে ভোগিবে কত আনন্দ বিহঙ্গ।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

সংসার সকলি অসার ভাবিয়া দেখ মন।

কখন আসি প্রাণ লয়ে করিবে গমন।

আমকুম্ভে বারি যেমন জীবের জীবন তেমন।
কে কখন পঞ্চত্ব পাবে তাহার নাহি নিরূপণ।
প্রস্ফুটিত পুষ্পগণ, শোভিত করে কানন,
অবশ্য হবে মলিন, এক বা দ্বিতীয় দিনে।
তেমতি জানিবে মনঃ, ধন জীবন যৌবন, কিছু
দিন স্থিতি পায় পশ্চাতে হয় নিধন।
এখন এই উপায়, ভাব চিদানন্দময়, দূরে যাবে
কাল ভয় অচিরে নির্ব্বাণ।

রাগিণী বেহাগ তাল একতালা।

পরনিন্দা পরপীড়া এ বুদ্ধি কেন ত্যজ না।
বারংবার যাতায়াতে পাইবে ঘোর যাতনা।
তমোগুণাক্রান্ত মতি, পরদ্বেষে হৃষ্ট অতি, পর-
মায়ু অল্প স্থিতি গর্ব্ব খর্ব্ব ভাবনা।
সম্বন্ধ জীবনাবধি, আশার নাহি অবধি, তবে
কেন নিরবধি ভ্রান্তি বুদ্ধি কুমন্ত্রণা।
দম্ভ দর্প খর্ব্ব করি, দ্বৈতবুদ্ধি পরিহরি, বিষয়ে
বৈরাগ্য করি, কর আত্মার উপাসনা।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

কে নাশে কামাদি অরি অবিবেক বলে।

কে দহে কলুষ বন বিনা জ্ঞানানলে।

শ্রবণ মনন ধ্যান, জ্ঞান অনন্য কারণ, যতনে কর সাধন, না রহিও ভুলে।

শুন রে অশান্ত মনঃ, নিবৃত্তি হৃদয়ে আন, করিয়া অতি যতন রাখ সমাদরে। রিপু হবে পরাজয়, এ কথা অন্যথা নয়, সত্য সত্য এই সত্য সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।

নিবৃত্তিরে সঙ্গে লয়ে, জ্ঞান চন্দ্র সুধা পিয়ে, আনন্দে মগন হইয়ে সাধ সমাধিরে। মহাশূন্যে যাবে মনঃ, না হবে অনুগমন, ভ্রম হবে মৃষা ভ্রম তত্ত্বজ্ঞান হলে।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

মায়াবশে রসোল্লাসে বৃথা দিন যায়।

চিন্তিলে না নিজ শিব অন্তের উপায়।

পড়িলে অজ্ঞান কূপে, ত্রাণ নাহি কোন রূপে, এখন এই যুক্তি কর বৈরাগ্য আশ্রয়।

দেহ দেহী যে সৃজিল, ইন্দ্রিয়ে চেতনা দিল

বুদ্ধি জ্ঞান আদি, তব সহায় জীবনে। , অনুচিত মম চিত, না চিন্তিলে চিন্তাহিত তাঁরে ভুলো এ কি ভুল হায় হায় হায়।

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালি।

এক অনাদি পুরুষ সনাতন, ধ্যান না ধরিয়ে, দারা সুত ধন লয়ে, প্রবীণ অজ্ঞান হয়ে, নিদ্রিত ফণি সম্মুখে করেছ শয়ন।

না হইল শ্রবণ মনন গেল দিন ভ্রমে হলাহল পান করো না করো না। না ভাবিলে না ভজিলে না চিন্তিলে হে নির্গুণ নির্গুণানন্দ জ্ঞানাঞ্জন দিয়ে যে দেখায় নিরঞ্জন।

রাগিণী দেশ মল্লার—তাল তেতালা।

বিনাশ বিনাশ মন বিষয়েরি অভিলাষ।

জ্ঞানামৃত পান করি সেই রস আভাসে ভাস।

অবলম্ব করি যাঁরে, স্থিতিকর এ সংসারে, ক্ষণে না ভাবহ তাঁরে অনিত্যে করি বিশ্বাস।

রাগিণী বাহার— তাল আড়াঠেকা।

ওরে মন ভৃঙ্গ দ্বিদলে বসিয়া কত বঞ্চাও রঙ্গ।

শুন বলি তোমারে জ্ঞানদীপ জ্বালিলে পরে দাহ হবে ইচ্ছা করে তুমি যে পতঙ্গ।

সংসার কেতকী বনে, আছ মধুব অন্বেষণে, পাপ রজ বই সেথানে নাহিক প্রসঙ্গ।

হারাইবে তত্র নেত্র, সন্দেহ নাহিক অত্র, সং-পথে না হলে সত্বর বৃথা হয় অঙ্গ।

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

শুন ওরে মনঃ ভজ সদা অশোকমভয় যে জন হয় সৃজন পালন লয়েরি কারণ।

বিষয় কূপেতে হইয়ে পতিত রহিলে ভুলে এ কি অবিবেক বল মন রে ত্যজ বাসনা, গরল ময় হায় হায় ভ্রম বৃথারে মান হে বারণ।

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

আত্মাএব উপাসনা প্রসিদ্ধ এ অনুভব। বিষয় বাসনা ছাড়ি সে রসে কর গৌরব।

জ্ঞানচন্দ্র প্রকাশিয়ে, অজ্ঞান তমোনাশিয়ে, সহজে থাক বসিয়ে রিপুকরি পরাভব।

সম্পূর্ণ।